

## سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَكِّيَّةٌ

### ১৭-সূরা বনী ইসরাঈল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌ সহ ইহাতে ১১২ আয়াত এবং ১২ রুকু আছে ।

النَّبِيُّ

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তিনি পরম পবিত্র ও মহিমাময়, যিনি রাত্রিযোগে স্বীয় বান্দাকে মসজিদদূর হারাম (সম্মানিত মসজিদ) হইতে মসজিদদূর আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) পর্যন্ত লইয়া গেলেন, যাহার চতুষ্পাশ্বে আমরা বরকতমান্তিত করিয়াছি, যেন আমরা তাহাকে আমাদের কতক নিদর্শন দেখাই। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ يَلْبَسُ مِنَ السَّجَدِ  
الْحَرَامِ إِلَى السَّجْدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَوَّكُنَا حَوْلَهُ  
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ②

৩। এবং আমরা মসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং আমরা ইহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত স্বরূপ করিয়াছিলাম (এই আদেশ দিয়া) যে, 'তোমরা আমাকে ছাড়া অপর কাহাকেও অভিভাবক বানাইও না,

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي  
إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ③

৪। হে ঐ সকল লোকের বংশধরগণ, যাহাদিগকে আমরা নূহের সহিত (কিশতিতে) আরোহণ করাইয়াছিলাম ' নিশ্চয় সে (আমাদের) একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল ।

ذُرِّيَّتَهُ مَنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ④

৫। এবং আমরা ঐ কিতাবে স্পষ্টভাবে বনী ইসরাঈলকে এই সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছিলাম, 'অবশ্যই তোমরা দেশে দুইবার বিপুল সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অবশ্যই পরম স্বৈরাচারী অহংকারমত্ত হইবে ।'

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ  
فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ⑤

৬। অতঃপর, যখন দুইবারের মধ্যে প্রথম বারের প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হওয়ার সময়) আসিল তখন আমরা আমাদের কতক শক্তিশালী রণ নিপুণ বান্দাকে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইলাম এবং তাহারা (তোমাদের) গৃহসমূহে অনুপ্রবেশ করিল, এবং এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া অবশ্যাব্যী ছিল ।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا  
أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا  
مَقْعُولًا ⑥

৭। তখন আমরা পুনরায় তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবার ক্ষমতা দিলাম এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিলাম এবং তোমাদিগকে জন সংখ্যায় (পূর্বাংগী) অধিক করিলাম ।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ  
وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑦

৮। (শুন!) যদি তোমরা সৎ কর্ম কর তাহা হইলে তোমরা এই সৎ কর্ম দ্বারা নিজেদেরই আত্মা কল্যাণ করিবে; এবং যদি তোমরা মন্দ কর্ম কর, তাহা হইলে উহারই জন্য (আত্মা অকল্যাণ করিবে)। অতঃপর, যখন দ্বিতীয় বারের প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হওয়ার সময়) আসিল যাহাতে তাহারা তোমাদের মুখমণ্ডলকে লাঞ্ছনায় আবৃত করিয়া ফেলে এবং মসজিদে প্রবেশ করে যেভাবে উহাতে তাহারা প্রথম বারে প্রবেশ করিয়াছিল এবং যাহা কিছু তাহারা পরাভূত করে উহা যেন পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেয়।

৯। হইতে পারে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর রহম করিবেন, কিন্তু তোমরা যদি আবার (তোমাদের দ্রাস্ত পথের দিকে) ফিরিয়া আস, তাহা হইলে আমরাও (তোমাদের শাস্তির দিকে) ফিরিয়া আসিব এবং (সম্মরণ রাখিও যে,) জাহান্নামকে আমরা কাফেরদের জন্য কয়েদখানা বানাইয়াছি।

১০। নিশ্চয় এই কুরআন সেই পথের দিকে পরিচালিত করে যাহা সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় এবং ইহা মো'মেনগণকে, যাহারা সৎ কর্ম করে, সুসংবাদ দান করে যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এক মহা পুরস্কার নির্ধারিত আছে,

১১। এবং (সতর্ক করে যে,) যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

১২। এবং মানুষ অকল্যাণকে এইরূপে আহ্বান করে যেইরূপে কল্যাণকে আহ্বান করা উচিত; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই বাস্তবাসী।

১৩। এবং আমরা রাত্রি ও দিবসকে দুইটি নিদর্শন করিয়াছি এইরূপে যে, রাত্রির নিদর্শনকে আমরা (উহার আলো) মূছিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আমরা করিয়াছি দৃষ্টি-শক্তি-দানকারী যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহকে অনুষঙ্গ কর এবং যেন তোমরা বৎসরগুলির গণনা ও হিসাব অবগত হইতে পার। এবং প্রত্যেক বিষয়কে আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

১৪। এবং আমরা প্রত্যেক মানুষের কর্ম তাহার ঋতু সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং কিয়ামত দিবসে আমরা তাহার (কর্মফলের) কিতাবকে বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিব, যাহা সে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত আকারে পাইবে।

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُئَرُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مِمَّا عَصَوْا تَبَرُّؤُهُمْ ①

عَنْ رَبِّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمُ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدُوًّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ②

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ③

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ④

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ⑤

وَجَعَلْنَا النِّيلَ وَالْفَهَارَ آيَتَيْنِ مَخَوْنًا آيَةَ الْيَلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ الْفَهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ⑥

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمْنَهُ لِمَ بَرَأَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشْهُورًا ⑦

১৫। (এবং তাহাকে বলা হইবে) 'তুমি তোমার কিতাব পড়িয়া দেখ। অদ্য তোমার আত্মাই তোমার হিসাব নইবার জন্য যথেষ্ট।'

إِذَا كُتِبَ عَلَيْكَ الْقِتَابُ فَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذْ يُخْرِجُكَ مِنَ الْبُيُوتِ

১৬। যে ব্যক্তি হেদায়াত অনুসরণ করে, সে কেবল তাহার (নিজের) আত্মার কল্যাণের জন্যই হেদায়াত অনুসরণ করে; এবং যে বিপথগামী হয় সে তাহার নিজের ক্ষতির জন্যই বিপথগামী হয়। এবং কোন বোঝা বহনকারী (আত্মা) অন্য কাহারও বোঝা বহন কবিবে না। এবং আমরা (কোন জাতিকে) কখনও আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই।

مِنْ أَهْلِهِ فَإِنْ كُنْتَ تَتَذَكَّرُ فَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

১৭। এবং যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা ইহার সমুদ্রশালী লোকদিগকে (সৎপথ অবলম্বনের) আদেশ দিই — কিছু উহাতে তাহারা দৃষ্টি করে, তখন উহার জন্য আমাদের (শাস্তির) কথা পূর্ণ হইয়া যায় এবং আমরা উহাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিই।

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا  
فَتَتَّقُوا فِيهَا فَتَحَىٰ عَلَيْهَا الْقَوْلَ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا

১৮। নূহের পরে আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করিয়াছি! এবং তোমার প্রভু তাহার বান্দাগণের পাপসমূহ সম্বন্ধে উত্তমরূপে খবর রাখিবার জন্য ও দেখিবার জন্য যথেষ্ট।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْدِ نوحَ وَكَمْ  
يَذْكُرُ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا

১৯। যে কেহ কেবল ইহজীবনের সুখ-সন্তোষের প্রত্যাশী হয়, এই প্রকার লোকদের মধ্যে যাহাকে আমরা চাহি তাহাকে সত্ত্বর এইখানে কিছু (সুখ-সন্তোষ) দিই যাহা আমরা ইচ্ছা করি; ইহার পর আমরা তাহার জন্য জাহান্নাম নিখারিত করিয়া দিই উহাতে সে নিম্নিত, প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় জ্বলিতে থাকিবে।

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا يَشَاءُ لِنَمُنَّ  
شَرِيدًا ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا مَذْمُومًا  
مَذْخُورًا

২০। এবং যে মো'মেন হওয়া অবস্থায় পরকালের কামনা করে এবং উহার জন্য যথোচিত প্রচেষ্টা করে— ইহাদের প্রচেষ্টাকে অবশ্য মূল্য দান করা হইবে।

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

২১। আমরা সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকি— উহাদিগকেও এবং ইহাদিগকেও—তোমার প্রতিপালকের দানসমূহ হইতে। এবং তোমার প্রতিপালকের দান সীমাবদ্ধ নহে।

لَّا يُؤْتِيهِمْ مَوْلَاةَ وَّهُوَ لَدَىٰ عِزِّكَ وَمَا  
كَانَ عِزُّكَ مَحْظُورًا

২২। দেখ! আমরা কিরূপে (এই পার্থিব জীবনে) তাহাদের এক দলকে অপর দলের উপর মর্যাদা দিয়াছি, এবং পরকাল (-এর জীবন) অবশ্যই মর্যাদায় রহতর এবং মহিমাত্তেও রহতর।

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ  
وَرَجَبٌ وَ الْأَكْبَرُ تَعْوِيلًا

[১২]  
২

২৩। (সূতরাং) আল্লাহর সহিত অন্য কোন শাব্দ সৃষ্টি করিও না, নতুবা তুমি নিন্দিত, নিঃসহায় হইয়া বসিয়া পড়িবে।

২৪। এবং তোমার প্রতিপালক তাকীদপূর্ণ এই আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও ইবাদত করিও না এবং পিতামাতার সহিত সদ্‌বাহার করিও। যদি তাহাদের একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ককো উপনীত হয় তাহা হইলে, তাহাদের উভয়কে তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না, বরং তাহাদের সহিত সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলিও।

২৫। তুমি করুণাভরে তাহাদের উপর বিনয়ের বাহ অবনত রাখিও এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাহাদের উভয়ের প্রতি সেইভাবে রহম কর যেভাবে তাহারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছিল।'

২৬। তোমাদের হাদয়ে যাহা কিছু আছে তোমাদের প্রতিপালক তাহা সর্বাধিক অবগত আছেন, যদি তোমরা সংকল্পপরায়ণ হও তাহা হইলে স্মরণ রাখ যে, যে ব্যক্তি বার বার আল্লাহর নিকট বিনত হয় নিশ্চয় তিনি তাহার প্রতি অতীব ক্রমশীল।

২৭। এবং আত্মীয়কে তাহার প্রপা দাও, এইরূপে মিসকীন ও পথচারীগণকেও; এবং (তোমাদের ধন-সম্পদ) কোন প্রকার অপব্যয় করিও না।

২৮। নিশ্চয় অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ডাই, এবং শয়তান তাহার প্রভুর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

২৯। এবং যদি তুমি তোমার প্রভুর বিশেষ রহমত লাভের জন্য, যাহার প্রত্যাশায় তুমি আছ, তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাও, তাহা হইলে (সেই ক্ষেত্রেও) তাহাদের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও।

৩০। এবং (কুপগতা বশতঃ) তুমি তোমার হাত তোমার স্বন্ধে বাঁধিয়া রাখিও না এবং (অপব্যয় করিয়া) উহা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করিও না—নতুবা তুমি নিন্দিত, ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িবে।

৩১। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহার জন্য চাহেন রিষক সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং (যাহার জন্য চাহেন উহা) সংকুচিত করেন।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ تَتَّعَدَ مَذْمُومًا  
مَّخْذُومًا ۖ  
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ  
إِحْسَانًا إِذَا بَلَغْتَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ  
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا  
قَوْلًا كَرِيمًا ۝

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ  
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ  
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝

وَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّتْ وَالْيَسِيرِينَ وَالنَّسِيلِ  
وَلَا تُبْذِرْ بِنْدِيزًا ۝

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ  
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

وَإِمَّا تَرَضَيْتُمْ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ  
تَرْجُومَهَا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ۝

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا  
كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ

নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত, পর্যবেক্ষণকারী।

৩২। এবং দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সম্বানগণকে হত্যা করিও না। আমরাই তাহাদিগকে রিয়ক দিই এবং তোমাদিগকেও, নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

৩৩। এবং তোমরা বাড়িচারের নিকটবর্তীও হইও না, নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পন্থা।

৩৪। এবং কোন প্রাণকে, যাহাকে (হত্যা করা) আলাহ্ হারাম করিয়াছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করিও না। এবং যে ব্যক্তি ময়লুম অবস্থায় নিহত হয়, আমরা অবশ্যই তাহার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ গ্রহণের) অধিকার দিয়াছি, কিন্তু সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমানাঘন না করে; নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে।

৩৫। এবং তোমরা সেই পন্থা বাতিরেকে যাহা সর্বোত্তম, এতীমের ধন-সম্পদের নিকটেও যাইও না যে পর্যন্ত না সে ব্যয়োগ্রাপ্ত হয় এবং তোমরা (নিজেদের) অঙ্গীকার পূর্ণ কর; কারণ নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

৩৬। এবং যখন তোমরা মাগিয়া দাও, মাপ পূর্ণ রূপে দাও; এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করিয়া দাও; পরিণামে ইহাই কল্যাণজনক এবং সর্বোত্তম।

৩৭। এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার পক্ষাদানস্বরূপ করিও না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়—ইহাদের প্রত্যেকটি উচ্চিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে।

৩৮। এবং ভূপৃষ্ঠে দস্তভরে চলিও না, কারণ তুমি কখনও ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং কখনও উচ্চতায় পর্বত সমান হইতে পারিবে না।

৩৯। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটি মন্দ আচরণই তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে অতি ঘৃণ্য।

৪০। ইহা (উত্তম শিক্ষা) সেই প্রভার অন্তর্ভুক্ত যাহা তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি ওহী করিয়াছেন। এবং তুমি আল্লাহ্ সহিত অন্য কোন মা'বদ স্থির করিও না, অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হইয়া সাহামামে নিষ্কিঞ্চ হইবে।

كَانَ يَوْمَئِذٍ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِنَّا لَكُرَّانٌ فَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۝

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّئَاقَ إِن كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا لَا يَمُرُّ بِفِي الْقَتْلِ إِنَّا كَانُ مَنْصُورًا ۝

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِن الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسَاطِ الشَّدِيدِ ۝ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

وَلَا تَشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ تَتَلَفَىٰ فِي جَهَنَّمَ لَوْلَا مَذْهَبُهَا ۝

৪  
[১০]  
৪

৪১। তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান মনোনীত করিয়াছেন এবং স্বয়ং নিজের জন্য কতক ফিরিশতাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? নিশ্চয়ই তোমরা অতি উৎসবের কথা বলিতেছ।

৪২। আমরা (সত্যাক) এই কুরআনে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু ইহা তাহাদিগকে কেবল ঘৃণাতেই বাড়াইতেছে।

৪৩। তুমি বল, 'তাহাদের কথা অনুযায়ী তাঁহার সহিত যদি অন্য কোন মা'বদ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা (ঐ সকল মা'বদের সাহায্যে) আরশের অধিপতি পর্যন্ত (পৌছিবার) কোন পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইত।'

৪৪। তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তিনি হইতেছেন পবিত্র এবং বহু উর্ধ্ব।

৪৫। সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহারা আছে তাহারা সকলেই তাঁহার তসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) করিতেছে, এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার প্রশংসাসহ তসবীহ করিতেছে না; কিন্তু তোমরা তাহাদের তসবীহ অনুধাবন করিতে পারিতেছ না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব ক্ষমাশীল।

৪৬। এবং যখন তুমি কুরআন আরম্ভ কর তখন আমরা তোমার ও তাহাদের মধ্যে — যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না — এক গুপ্ত পদা সৃষ্টি করিয়া দিই;

৪৭। এবং আমরা তাহাদের হৃদয়ের উপর পর্দা সমূহ ফেলিয়া দিই যেন তাহারা ইহা বঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা সৃষ্টি করি। এবং যখন তুমি কুরআনে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর, তাঁহাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া, তখন তাহারা ঘৃণাতরে নিজেদের পিঠদেশ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

৪৮। যখন তাহারা কান পাতিয়া তোমার কথা শুনে তখন তাহারা যে উদ্দেশ্যে তোমার কথা শুনে, আমরা উহা সবিশেষ অবগত আছি, এবং (আমরা আরও অবগতি আছি) যখন তাহারা নির্জনে পরস্পর সলা-পরামর্শ করে, যখন ঐ সকল যানেম বলে, 'তোমরা কেবল একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ।'

أَفَأَصْفُكُمْ رَبِّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ السَّلَآمَةِ إِنَّا شَأْنُكُمْ لَقُورُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوُا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

سُبْحَاحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا عَقُورًا ۝

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جَبَابًا مَنُورًا ۝

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ كِتَابَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّ عَلَى آذَانِهِمْ نُفُورًا ۝

مَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَتَّبِعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذْهُمْ يَخُوتُهُمْ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَنُورًا ۝

৪৯। দেখ! তাহারা তোমার সম্বন্ধে কিরূপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছে, যাহার ফলে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহারা কোন পথ পাইতেছে না।

أَنْظُرْ كَيْفَ عَرَّوْا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَغِيثُونَ  
سَيِّئًا ۝

৫০। এবং তাহারা ইহাও বলে, 'কী! যখন আমরা অস্থিগুঞ্জে পরিণত হইব এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইব, তখনও কি বাস্তবিকই আমাদেরকে (পুনরায়) এক নতুন সৃষ্টির আকারে উদ্ভিত করা হইবে?'

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْ كُنَّا لَنُبْعُثُونَ  
خَلْقًا جَدِيدًا ۝

৫১। তুমি বল, 'তোমরা পাথর অথবা লোহা হও,

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝

৫২। অথবা এমন সৃষ্টিতে পরিণত হও যাহা তোমাদের অন্তরে কঠিনতম মনে হয় (তবুও তোমাদিগকে দ্বিতীয় বার জীবিত করা হইবে)। তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'কে আমাদেরকে পুনরুদ্ভূত করিবে?' তুমি বল, 'তিনি, যিনি তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন।' ইহাতে তাহারা তোমার সম্বন্ধে অবশ্যই মাথা নাড়াইবে এবং বলিবে, 'উহা কখন ঘটিবে?' তুমি বল, 'সম্ভবতঃ ইহা অতি শীঘ্রই ঘটিবে,

أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَعْمَلُونَ  
مِمَّنْ يُبْعِدُنَا فِى الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  
فَسَيَنْفِضُونَ إِلَيْكَ دُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى  
هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝

৫৩। (ইহা ঐ দিন সংঘটিত হইবে) যেদিন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং তখন তোমরা তাঁহার প্রশংসার সহিত আহ্বানে সাড়া দিবে এবং মনে করিবে যে, তোমরা (দুনিয়াতে) স্বল্প কালই অবস্থান করিয়াছ।'

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَقُولُونَ  
إِنْ كُنَّا إِلَّا قَلِيلًا ۝

৫৪। এবং তুমি আমার বান্দাদিগকে বল, যেন তাহারা এমন কথা বলে যাহা সর্বোত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ  
يَنْدَرُجُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا  
مُّبِينًا ۝

৫৫। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে অবগত আছেন, তিনি চাহিলে তোমাদের উপর রহম করিবেন অথবা তিনি চাহিলে তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন। এবং আমরা তোমাকে তাহাদের উপর অভিভাবক করিয়া পাঠাই নাই।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَحْكُمكُمْ أَوْ إِنْ يَشَاءُ  
يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝

৫৬। এবং যাহারা আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আছে তোমার প্রতিপালক তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। এবং আমরা নিশ্চয় নবীগণের মধ্যে কতককে কতকের উপরে প্রেরিত্ব প্রদান করিয়াছি এবং দাউদকে আমরা যবুর দান করিয়াছি।

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ  
فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ  
زُبُورًا ۝

৫৭। তুমি বল, 'তিনি (আল্লাহ) বাতীরেকে তোমরা যাহাদের সম্বন্ধে (মাবুদ বলিয়া) দাবী করিতেছ তোমরা তাহাদিগকে

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ

ডাক, তাহা হইলেই (তোমরা বুঝিতে পারিবে যে,) তোমাদের নিকট হইতে দৃঃখ দূর করিবার অথবা (তোমাদের অবস্থা) পরিবর্তন করিবার কোন ক্ষমতা তাহাদের নাই ।'

كَسَفَ الشَّرْعَ عَنْكُمْ وَلَا تَخَوِّنَا ۝

৫৮। ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে তাহারা ডাকে, নিজেরাই তাহাদের প্রতিপালকের নৈকট্যের উপায় অনুষণ করে (এবং লক্ষ্য করে যে,) তাহাদের মধ্যে কে (আল্লাহর) সর্বাধিক নিকটে—এবং তাহারা সদা তাঁহার রহমতের প্রত্যাশা করে এবং তাঁহার আযাবকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের আযাব নিশ্চয় (এমন যাহা) ভয় করারই বিষয়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ ذِيهِمُ الْوَسِيلَةَ  
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ  
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذَابًا وَرَءً ۝

৫৯। এবং কোন জনপদ নাই যাহাকে আমরা ক্রিয়ামত দিবসের পূর্বেই ধ্বংস করিব না অথবা উহাকে কঠোর আযাব দিব না। ইহা কিতাবে (আল্লাহর বিধান)ে লিপিবদ্ধ আছে।

وَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا بَلْ يَرِيبُنَا  
أَوْ مَعَذَرُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ  
مَسْطُورًا ۝

৬০। এবং আমাদের নিদর্শন প্রেরণে আমাদের উপর কিসে বাধা দিতে পারে কেবল ইহা ব্যতীত যে পূর্ববর্তী লোকেরা এই সকলকে (নিদর্শনকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, (কিন্তু নিদর্শন প্রেরণে ইহা আমাদের উপর বাধা দিতে পারে নাই)। তাই আমরা সামুদ্রিক (জাহাজ)-কে উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে একটি উদ্ভূত দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহার উপর যত্নম করিয়াছিল। বস্তুতঃ আমরা সতর্ক করার জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا  
الَّذِينَ أَتَيْنَا ثُمَّ الْفَاقَةُ مُبْصِرَةٌ فَظَلَمُوا  
بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝

৬১। এবং (সম্মরণ কর) যখন আমরা তোমাকে বলিয়াছিলাম, 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এই সকল লোককে (ধ্বংস করার জন্য) পরিবেষ্টন করিয়াছেন।' এবং আমরা তোমাকে যে সত্য স্বপ্ন দেখাইয়াছিলাম উহাকে লোকগণের জন্য কেবল পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছিলাম এবং ঐ রক্ষণীকেও যাহাকে কুরআনে অভিযুক্ত সাবাস্ত করা হইয়াছে। এবং আমরা তাহাদিগকে (অবিরাম) সতর্ক করিয়া যাইতেছি, কিন্তু ইহা তাহাদিগকে কেবল ঘোর বিদ্রোহিতায় বাড়াইতেছে।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا  
الزُّمُرَاتِ الَّتِي أَرَيْكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ  
الْمَنْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ مَّا يَرِيدُ هُمْ  
بِإِذْ لَطْفِيَا ثَائِكِي ۝

৬  
[৮]  
৬

৬২। এবং (সম্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশতাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'আদমের আনুগত্য কর,' তখন তাহারা সঙ্কল্পেই আনুগত্য করিল। কিন্তু ইবনৌস (করিল না)। 'সে বলিল, 'আমি কি তাহার আনুগত্য করিব যাহাকে তুমি কদম হইতে সৃষ্টি করিয়াছ?'

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا  
إِبْلِسَ قَالَ مَا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝



৬৩। সে (আরও) বলিল, 'তুমিই বল, এ কি সেই, যাহাকে তুমি আমার উপর সন্মান দিয়াছ? যদি তুমি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমি অল্প সংখ্যক লোক বাতীত তাহার বংশধরগণের সকলকে আমার আয়তাদীন করিয়া লইব।'

৬৪। তিনি বলিলেন, 'দূর হও, কারণ তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাকে অনুসরণ করিবে, নিশ্চয় জাহান্নাম হইবে তোমাদের সকলের এক পূর্ণ প্রতিফল;

৬৫। এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে তুমি পার তাহাকে তুমি তোমার আওয়াজ দ্বারা প্রচারিত কর এবং তুমি তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ তাহাদের উপর চড়াও হও এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে শরীক হও, এবং তাহাদিগকে (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দাও।' প্রকৃত পক্ষে শয়তান প্রবন্ধনা বাতীত তাহাদিগকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

৬৬। নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য চলিবে না; এবং তোমার প্রভু অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট।

৬৭। তোমাদের প্রভু তিনি, যিনি তোমাদের জন্য নৌকা সমূহকে সমুদ্রে পরিচালিত করেন যেন তোমরা তাহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর। নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর পরম দয়াময়।

৬৮। এবং যখন সমুদ্রে তোমাদিগকে কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তিনি বাতীত আর সকলেই যাহাদিগকে তোমরা ডাকিয়া থাক (তোমাদের মন হইতে) উধাও হইয়া যায়। অতঃপর, যখন তিনি তোমাদিগকে বাঁচাইয়া স্থলে আনেন তখন তোমরা (তাহার দিক হইতে) বিমূখ হইয়া যাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৬৯। তোমরা কি ইহা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে স্থলভাগের কিনারায় (ভূভাগে) প্রাধিত করিয়া দিতে পারেন অথবা তোমাদের উপর প্রচণ্ড শিলারষ্টি বর্ষণ করিতে পারেন যাহার পর তোমরা তোমাদের জন্য কোন অভিভাবক খুঁজিয়া পাইবে না?

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝

قَالَ أَذْهَبَ مَنْ يَحْبَبُ مِنْهُمْ فَإِنْ جَعَلْتُمْ جَزَاءَكُمْ جَزَاءَ مَوْفُورًا ۝

وَأَسْتَفْرِزُ مِنْ اسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ بِصَوْلِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدُّهُمْ وَمَا يَدْرُونَ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُودًا ۝

إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًُا فَلَمَّا جَشَعُوا إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَيِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ وَأَنْ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝

৭০। অথবা তোমরা কি ইহা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর এক বার সেখানে ফিরাইয়া নইয়া যাইতে পারেন, অতঃপর এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু তোমাদের উপর প্রবাহিত করিতে পারেন এবং তোমাদের অবিশ্বাস করার কারণে তোমাদিগকে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত করিতে পারেন? তখন তোমরা নিজেদের জন্য সে বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কোন পৃষ্ঠপোষক পাইবে না।

৭১। এবং অবশ্যই আমরা আদম সন্তানদিগকে সন্মানিত করিয়াছি এবং আমরা তাহাদিগকে স্থলে ও সমুদ্রে আরোহণ করাইয়াছি এবং তাহাদিগকে পবিত্র রিয্ক দান করিয়াছি এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্য হইতে <sup>৭</sup> [১০] অনেকের উপর তাহাদিগকে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি।

৭২। (ঐ দিনকে সমরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জনগোষ্ঠিকে তাহাদের নেতাসহ আহ্বান করিব। অতঃপর, যাহাকে তাহার ডান হাতে তাহার কিতাব দেওয়া হইবে— তাহারা (আগ্রহভরে) নিজেদের কিতাব পাঠ করিবে এবং তাহাদের উপর কিঞ্চিচ্ছাত্রও যুলুম করা হইবে না।

৭৩। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহজগতে অজ্ঞ থাকিবে, সে পরজগতেও অজ্ঞ হইবে, এবং সে চরম বিপথগামী হইবে।

৭৪। এবং আমরা তোমার প্রতি যাহা ওহী করিয়াছি উহার কারণে তাহারা তোমাকে (কঠোর হইতে কঠোরতর) কষ্টে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল যেন তুমি (তাহাদের ভয়ে) উহার পরিবর্তে অন্য কিছু নিজের তরফ হইতে রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ কর, এবং সেক্ষেত্রে তাহারা অবশ্যই তোমাকে (অন্তরঙ্গ) বন্ধু বানাইয়া লইত।

৭৫। এবং যদি আমরা তোমাকে (কুরআন দিয়া) সুদৃঢ় না-ও করিতাম তথাপি তুমি অতি অজ্ঞ বিষয়েই তাহাদের দিকে ঝুঁকিতে।

৭৬। (যদি তুমি তাহাদের খেয়াল অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিতে) তাহা হইলে আমরা তোমাকে জীবনেও দ্বিগুণ শাস্তি এবং মরণেও দ্বিগুণ শাস্তির আশ্বাদ গ্রহণ করাইতাম এবং তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না।

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كُفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ يَتْبَعًا ۝

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَلَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْأَنِهِمْ فَمَنْ أَوْفَىٰ كَيْبَهُ بِعَيْنِهِ فَأُولَٰئِكَ يَفْرَحُونَ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ لَا يُنْظَرُونَ ۝

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّمِّيِّ أَوْ حِينَتَا لَيْسَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً ۖ وَإِذَا لَا تَجِدُكَ خَلِيلًا ۝

وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَغِيَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝

إِذَا لَأَكْبَتَكَ وَضَعَفَ الْجُودُ وَضَعَفَ الْمَنَاتُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝

৭৭। এবং তাহারা বস্তুতঃ তোমাকে এসে হইতে উৎসাহিত করিবার উপক্রম করিয়াছিল যাহাতে তাহারা তোমাকে উহা হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে; এইরূপ হইলে তাহারা (নিজেরাও) অতি অল্প কালই (নিরাপদে) থাকিবে।

وَأَن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

৭৮। ইহা আমাদের সেই সকল রসূলের নিয়মানুযায়ী হইবে যাহাদিগকে আমরা তোমার পূর্বে প্রেরণ করিয়াছি, এবং তুমি আমাদের নিয়মের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না।

سَنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِحُكْمِنَا تَحْوِيلًا ۝

৭৯। তুমি সূর্য হেলিয়া যাওয়ার পর হইতে রাগ্নির ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর, এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহর নিকট) নিশ্চয় গ্রহণীয়।

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝

৮০। এবং তুমি নিশীথে উঠিয়া ইহা দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর, (ইহা) তোমার জন্য নফল (অতিরিক্ত ইবাদত) স্বরূপ, ইহাতে প্রত্যাশা করা যায় যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায় উন্নীত করিবেন।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ تَكُونُ مِنْكُمْ مَقَامًا مَخْمُودًا ۝

৮১। এবং তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে উত্তম ভাবে প্রতিষ্ঠা কর এবং আমাকে উত্তমরূপে বহির্গত কর এবং তোমার সম্মিধান হইতে আমার জন্য পরম সাহায্যকারী ক্ষমতা দান কর।'

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ أَمْرِكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ۝

৮২। এবং তুমি বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য।'

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

৮৩। এবং এই কুরআনের সাহা কিছু আমরা ধীরে ধীরে নাযেল করি উহা মো'মেনগণের জন্য আরোগ্য এবং রহমত বিশেষ; কিন্তু ইহা যালেমদিগকে কেবল ক্ষতিতেই রুদ্ধ করে।

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

৮৪। এবং যখন আমরা মানুষকে পুরস্কার দিই তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং উহা হইতে সে পাশ কাটাইয়া যায়, এবং যখন কষ্ট তাহাকে স্পর্শ করে তখন সে হতাশ হইয়া যায়।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَمَّنْ بِنَفْسِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝

৮৫। তুমি বল, 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে। অতএব তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশী অবগত আছেন যে, কে সর্বাধিক সঠিক পথে পরিচালিত আছে।'

قُلْ كُلٌّ يَّمْشِي عَلَى سَبِيلِهِ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أَعْلَمُ بِسَبِيلِ هُدًى سَبِيلًا ۝

৮৬। এবং তাহারা তোমাকে রাহ সঙ্ক্ষে জিভাসা করে, তুমি বল, 'রাহ আমার প্রতিপালকের আদেশে (সৃষ্টি) হইয়াছে; এবং (উহার সঙ্ক্ষে) তোমাদিগকে অতি অল্পই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।'

৮৭। এবং যদি আমরা চাহি তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যাহা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি উহা অবশ্যই উঠাইয়া নহি:ত পারি, তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য এই বিষয়ে কোন অভিভাবক পাইবে না—

৮৮। ইহা বাতিরেকে যে, তোমার প্রতিপালকের (বিশেষ) রহমত (যুগ্ম) হয়। নিশ্চয় তোমার উপর তাঁহার মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে।

৮৯। তুমি বল, 'যদি সকল মানুষ এবং জিন্ন এই কুরআনের অনুরূপ কিছু আনিবার জন্য সমবেত হয় তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ কিছু আনিতে সক্ষম হইবে না, যদিও তাহারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।'

৯০। এবং আমরা মানবমণ্ডলীর জন্য নিশ্চয় এই কুরআনে প্রত্যেক উপমা বিভিন্নভাবে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি, তবুও অধিকাংশ লোক কেবল অবিশ্বাস করা বাতিরেকে (সব কিছু) অস্বীকার করিল।

৯১। এবং তাহারা বলে, 'আমরা তোমার উপর কখনও ঈমান আনিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে প্রস্রবণ প্রবাহিত কর;

৯২। অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হয়, যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি বহল সংস্থায় প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত কর,

৯৩। অথবা যেভাবে তুমি দাবী করিঙ্গহ, আমাদের উপর আকাশ টুকরা টুকরা করিয়া ফেল অথবা আল্লাহ্ এবং ফিরিশ্বতাপকে (আমাদের) সামনা সামনি আনিয়া শাড়া কর;

৯৪। অথবা তোমার জন্য স্বর্ণ নির্মিত কোন ঘর হয়, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ কর এবং আমরা তোমার (আকাশ) আরোহণে কখনও বিশ্বাস করিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের উপর কোন কিতাব নাযেন কর যাহা আমরা পাঠ

وَيَسْأَلُكَ عَنِ الزُّوْجِ قُلِ الزُّوْجُ مِنْ أَمْرِ سَاقِي وَمَا أَوْفَيْتُكَ مِنَ الْمَالِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

وَلَيْنِ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْفَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝

إِن رَّحِمْنَا مِنْ ذُنُوبِكُمْ إِن فَضَّلْنَا كَانَ عَلَيْكُمْ جُزَاءً ۝

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِشِئٍ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِشِئٍ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝

وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَتَالَتِي فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا فُجُورًا ۝

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَسَمْتَ عَلَيْنَا كُفْرًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَكِ قُبُلًا ۝

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ ذُرِّهِ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا نَارًا مُنْزُورًا ۝

০ করিতে পারি।' তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক পবিত্র ! আমি  
০ কেবল একজন মানব-রসূল ।'

৯৫ । এবং এই সকল লোকের নিকট যখন হেদায়াত আসিয়াছে তখন উহার উপর ঈমান আনিতে তাহাদিগকে কেবল এই কথা বাধা দিয়াছে যে, তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্ কি এক মানবকে রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন ?'

৯৬ । তুমি বল, 'যদি হৃপ্পে ফিরিশ্বতাগণ প্রশান্ত মনে চলাফেরা করিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা আকাশ হইতে তাহাদের নিকট কোন ফিরিশ্বতাকেই রসূল করিয়া নাথেন করিতাম ।'

৯৭ । তুমি বল, 'আমরা ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি তাহার বান্দাগণকে উত্তমরূপে জানেন এবং দেখেন ।'

৯৮ । বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াত প্রাপ্ত, কিন্তু যাহাকে তিনি বিপদগামী হইতে দেন তুমি কখনও তাহাদের জন্য তাহাকে ব্যতীত সাহায্যকারী পাইবে না, এবং কিয়ামতের দিনে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের মুখমণ্ডলের উপর (উপড় করিয়া) অঙ্ক, মুক এবং বধির অবস্থায় সমবেত করিব । তাহাদের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম, যখনই উহা নির্বাণোন্মুখ হইবে (তখনই) আমরা তাহাদের জন্য আশ্রয় রুদ্ধ করিয়া দিব ।

৯৯ । ইহা তাহাদের (কর্মের) প্রতিফল, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, যখন আমরা (মরিয়া) অস্থিপুঞ্জ এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইব তখনও কি আমরা সত্যিই এক নতুন সৃষ্টির আকারে উত্থিত হইব ?'

১০০ । তাহারা কি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম ? এবং তিনি তাহাদের জন্য এক মিয়াদ নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু যালেমগণ অবিশ্বাস করা বাত্বিরকে সব কিছুকে অস্বীকার করিল ।

১০১ । তুমি বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের (অফুরন্ত) রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হইতে তাহা হইলে খরচ হওয়ার

۞ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ  
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝

قُلْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَتَّبِعُونَ مُطِيعِينَ  
لَنَرْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَاتٌ رَسُولًا ۝

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ  
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ  
تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْنُ لَهُمْ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيَائٌ وَكُنَّا وَصَّاءُ مَاوْنَهُمْ  
جَهَنَّمَ كُنَّا بَنَاتٍ زَيْنَهُمْ سَعِيرًا ۝

ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَعِزَّ  
لَنَا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْ كُنَّا لَنُبْعُوثُ لَخَلْقًا جَدِيدًا ۝

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا  
رَيْبَ فِيهِ فَبِأَيِّ الظُّلُمِاتِ إِلَّا يَكْفُرُوا ۝

قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تِلْكَ لَوْ كُنَّا خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ

১১  
[৭]  
১১

ডয়ে তোমরা অবশ্যই (ইহা) আটকাইয়া রাখিতে, বস্তুতঃ মানুষ বড়ই কৃপণ।'

﴿حَسْبِيَ الْإِنْفَاقُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾

১০২। এবং আমরা মসাকে অবশ্যই নয়টি সমুজ্জ্বল নিদর্শন দিয়াছিলাম। সূতরাং বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, যখন সে তাহাদের নিকট আসিয়াছিল; তখন ফেরাউন তাহাকে বলিয়াছিল, 'হে মসা ! আমি নিশ্চয় তোমাকে মাদ্‌গুস্ত মনে করি।'

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذَا جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفُوسٌ مَّسْحُورًا ﴿١٠٢﴾

১০৩। সে বলিয়াছিল, 'তুমি নিশ্চয় জান যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর একমাত্র প্রতিপালক এই সকলকে (নিদর্শনাবলীকে) নায়েল করিয়াছেন জ্যোতির্ময় প্রমাণস্বরূপ; কিন্তু হে ফেরাউন ! আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি যে, তুমি ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।'

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفِرْعَوْنُ مُبْتَدِرًا ﴿١٠٣﴾

১০৪। সূতরাং সে তাহাদিগকে দেশ হইতে উৎখাত করিতে মনস্থ করিল ফলে আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদের সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَوِذَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٤﴾

১০৫। এবং তাহার পর আমরা বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, 'তোমরা এই (প্রতিশ্রুত) দেশে বাস কর, অতঃপর যখন পরবর্তী কালের (আযাবের) প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) হইবার সময়) আসিবে, তখন আমরা তোমাদের সকলকে (বিভিন্ন জাতি হইতে) গুটাইয়া লইয়া আসিব।'

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং আমরা ইহা সত্যসহ নায়েল করিয়াছি এবং সত্যসহ ইহা নায়েল হইয়াছে। এবং আমরা তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করিয়াই পাঠাইয়াছি।

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رُحُوشًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং আমরা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে ইহা (অন্যায়সে) ধীরে ধীরে পড়িয়া ওনাইতে পার এবং আমরা ইহাকে অল্প অল্প করিয়া নায়েল করিয়াছি।

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْنٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٧﴾

১০৮। তুমি বল, 'তোমরা ইহার উপর ঈমান আন বা ঈমান না আন, যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জান দেওয়া হইয়াছে, যখন ইহা তাহাদের নিকট আনুগতি করিয়া ওনান হয় তখন তাহারা অবশ্যই চিবুকের (মুখমণ্ডলের) উপর সিঁত্‌দাবনত হইয়া পড়ে।'

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُدْوُوا أَعْنَؤُا مِنْ كِبَالِهِ إِذَا يَغْشَى عَلَيْهِمْ يَخْرَوْنَ إِلَّا ذُكَّانِ سُجَّدًا ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হইবে।'

وَيَقُولُونَ لَنْ يَجْعَلَ رَبُّنَا إِلَهًُا كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٩﴾

১১০। তাহারা কাদিতে কাদিতে চিবুকের (মুখমণ্ডলের)  
উপর পড়িয়া যায় এবং ইহা তাহাদিকে বিনয়ে বাড়াইয়া  
দেয়।

وَيَحْزَنُونَ لِأَذْقَانٍ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

১১১। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ বলিয়া ডাক অথবা রহমান  
বলিয়া ডাক, যে কোন নামে তোমরা (তাঁহাকে) ডাকিতে পার,  
কারণ সকল সুন্দরতম নাম তাঁহারই।' এবং তুমি তোমার  
নামায অতি উচ্চঃস্বরেও পড়িও না এবং উহা অতি ক্ষীণ স্বরেও  
পড়িও না, বরং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন  
করিও।

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْادْعُوا إِلَهَكُمْ إِنَّمَا تَدْعُوا لَهُ الْأَسْمَاءَ  
الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَ  
ابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

১১২। এবং তুমি বল, 'সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহর জন্য,  
যিনি কোন পুত্র সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং সর্বাধিপত্যে যাহার  
কোন শরীক নাই, এবং দুর্বলতার কারণে যাহার কেহ বহু  
হইতে পারে না।' এবং তুমি বেশী বেশী তাঁহার মহিমা ও গৌরব  
ঘোষণা কর।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ  
لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ  
۝ وَكَثِيرٌ مِّنْ تَكْبِيرًا ۝